গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা ভূমি অফিস
যশোর সদর, যশোর।
acl.sadar.jessore.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩১.৪৪.৪১৪৭.০০০.১৬.০০৯.২৪-২৯৪১

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪৩১ / ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

"১৪৩২ হতে ১৪৩৪ বঙ্গাব্দে ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি"

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ তরিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯.(অংশ-২)-৬৯৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী যশোর সদর উপজেলার ২০ একর পর্যন্ত (বদ্ধ) আয়তনবিশিষ্ট নিম্নলিখিত জলমহালসমূহ বাংলা ০১ বৈশাখ ১৪৩২ হতে ৩০ শে চৈত্র ১৪৩৪ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রদান করা হবে। সাধারণ আবেদনের আওতায় ইজারা লাভের জন্য আগ্রহী সমিতিদেরকে বর্ণিত শর্ত ও সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত নিয়মে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ সরাসরি jm.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে বাংলা ০১ মাঘ থেকে ১৪ মাঘ, ১৪৩১ সন (ইংরেজি ১৫ জানুয়ারি হতে ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত) সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। ১৪ মাঘ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যলয়, যশোর সদর, যশোর এ দাখিল করতে হবে।আবেদন দাখিল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি jm.lams.gov.bd হতে জানা যাবে।

জলমহালের তথ্য সমূহ:

উপজেলার নাম	ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন (একর)	বার্ষিক ইজারা মূল্য (প্রতি বছরের জন্য) টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
যশোর সদর	১	বলরামপুর পুকুর	১১.০২ একর	৩,১৫,০০০/-	বিজ্ঞ আদালতে কোন মামলা চলমাল থাকলে বা মামলায় কোন আদেশ থাকলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
	২	গাওঘরা মথুরাপুর বাওড়	০৩.১০ একর	৭৫,৬০০/-	
	৩	ভোলা ট্যাংক পুকুর	০১.৪৬ একর	৫৭,৭৫০/-	

"জলমহাল ইজারা প্রদানের শর্তাবলী"

১। অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রাণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রন্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২। www.sadar.jessore.gov.bd ওয়েবসাইটে বর্ণিত বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দলিলাদিসহ অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৩। নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠন/সমবায় সমিতি ছাড়া জলমহাল ইজারার দরপত্র ক্রয় করা যাবেনা।

৪। সমিতির কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। আবেদন দাখিলের পূর্বেই সরেজমিনে জলমহালের তফসিল, অবস্থান ও আয়তন যাচাই করে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা।

৬। আবেদনপত্র দাখিলের সময় নির্ধারিত ফরমে সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা, মৎস্যজীবী কার্ড ও জাতীয় পরিচয়পত্র দাখিল করতে হবে।

৭। প্রকৃত মৎস্যজীবী, মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

৮। কোন ঋণ খেলাপি সমিতি বা ০১টি সমিতি ০২টির অধিক জলমহাল ইজারার আবেদন/দরপত্র ক্রয় করতে পারবেনা।

৯। বিজ্ঞপ্তিতে অর্ন্তভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% টাকার ব্যাংক ড্রাফট/বিডি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যশোর সদর, যশোর এর অনুকূলে জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজ মানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে।

১০। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি/সিআইজি নিবন্ধনকৃত সমিতি/যুব মৎস্যজীবী সমিতি প্রথম বছরের সাকূল্য ইজারামূল্য (১৫% ভ্যাট এবং ১০% আইটিসহ) সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করবেন। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ৩০০/- টাকা নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে নিজ উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ইজারাগ্রহীতা জলমহালের দখলনামা বুঝে নিবেন। ২য় বছরের ইজারামূল্য, ভ্যাট ও আইটিসহ ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। একই ভাবে ৩য় বছরের ইজারা মূল্য, ভ্যাট ও আইটিসহ ২য় বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ইজারা মূল্য/সরকারী পাওনা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিলসহ জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১১। জলমহাল ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই 'মা' মাছ শিকার করতে পারবে না। এর ব্যতয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা হবে।

১২। আবেদনে/দরপত্রে আবেদনকারী/দরপত্র দাতার নাম, স্বাক্ষর ও সিল থাকতে হবে।

১৩। কাটাকাটি, ঘষামাজা ও অসম্পূর্ণ আবেদন/ দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

১৫। লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত লীজ বাতিল করেতে পারবে এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৬। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় যশোর সদর, যশোর-এ দাখিলের সময় খামের উপর ইউনিয়ন, উপজেলাসহ জলমহালের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১৭। বছরের যে কোন সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

১৮। মামলা জনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

১৯। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব এবং দখল সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে অতিরিক্ত কোন প্রকার সময় মঞ্জুর করা হবেনা।

২০। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২১। লীজগ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৩। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৪। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৫। এক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থপনা নীতি, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা/অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হবে এবং বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও উক্ত নীতির যে সকল ধারা/অনুচ্ছেদ যেখানে যথার্থ বলে বিবেচিত হবে তা প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া সরকারী জলমহাল ব্যবস্থপনার ক্ষেত্রে সরকার কতৃর্ক জারিকৃত সর্বশেষ আইন, বিধি (যদি থাকে) তা প্রযোজ্য হবে।

০১/১২/২৪

(শারমিন আক্তার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
যশোর সদর, যশোর।

স্মারক নম্বর: ৩১.৪৪.৪১৪৭.০০০.১৬.০০৯.২৪- ২১৪১

তারিখ: ১৬/১৭ পৌষ ১৪৩১
১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৪। জেলা প্রশাসক, যশোর।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও বহুল প্রচারের জন্য:-

৫। উপজেলা ----------কর্মকর্তা, যশোর সদর, যশোর।
৬। অফিসার ইনচার্জ, কোতয়ালী মডেল থানা, যশোর সদর, যশোর।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, যশোর সদর, যশোর। বিজ্ঞপ্তিটি উপজেলা ওয়েব পোর্টালে দেয়ার অনুরোধসহ।

৮।সম্পাদক, দৈনিক যশোর, রেলরোড, যশোর। এ সাথে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিটি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভেতরের পাতায় সীমিত পরিসরে (৪"X৩") আকারে খ্রি: তারিখে কেবলমাত্র ১ (এক) দিনের জন্য জরুরিভিত্তিতে প্রকাশের অনুরোধসহ।

৯। চেয়ারম্যান----------ইউনিয়ন পরিষদ, যশোর সদর, যশোর।

১০। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/ উপসহকারী কর্মকর্তা (সকল), ইউনিয়ন ভূমি অফিস, যশোর সদর, যশোর। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১১।----------।

১২। নোটিশ বোর্ড।

০১.১২.২৪

(রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
যশোর সদর, যশোর।